দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

তেত্রিশের কম শিক্ষার্থী থাকলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে

মোশতাক আহমেদ ঃ তেত্রিশ জনের কম শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। এমপিও ও স্বীকৃতি বাতিল, শোকজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে তাদের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে যেসব কলেজ কেবল স্বীকৃতি নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় কিন্তু কোন শিক্ষার্থী পাস করতে পারে না, তাদের স্বীকৃতিই বাতিল করে দেয়া হবে। আগে শুধু এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হতো। গত এইচএসসি পরীক্ষায় শূন্য পাসের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) মঙ্গলবার আটটি কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করেছে। এদের সব কয়টিই মফস্বল এলাকায় অবস্থিত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক হাবিবুর রহমান খান, জনকণ্ঠকে বলেছেন, কলেজগুলোতে যেসব সুযোগ-সুবিধা এবং নিয়ম-কানুন মানার কথা কিন্তু মানছে না সে কলেজগুলোর মধ্যে বেশি পাপীদের বিরুদ্ধে আগে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্য খারাপ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার ভাষায় একসঙ্গে ব্যবস্থা নিলে বিপর্যয় দেখা দেবে।

সরকারের করা দেশের বিদ্যমান বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা

আট কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের সুপারিশ করেছে মাউশি

প্রতিষ্ঠান। গুণগত মান, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও সরকারী অনুসন্ধান সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্টেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়মের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট অনুসরণীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নীতিমালা ব্যত্যয় ঘটিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব, বহিঃচাপ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে বহু নিয়ম বহির্ভূত ও ডুইফোড় শিক্ষা

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

তেত্রিশের কম শিক্ষার্থী

(১২-এর পাতার পর)

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। নীতিমালা বহির্ভূত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না আছে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত শিক্ষক, না আছে উপযুক্ত ভৌতিক অবকাঠামো এবং উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্জিত ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। শিক্ষা বোর্ডগুলো ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ সব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি/অনুমোদন দিলেও এগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম কি ভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য কোন প্রকার পরিদর্শন ও একাডেমিক সুপারভিশনের সুব্যবস্থা নেই। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি/ অনুমোদনের নবায়নের ক্ষেত্রেও নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

গত কয়েক বছরে প্রয়োজনের বাইরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব জায়গায় শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই বললেই চলে। জনসংখ্যার অনুপাতে যেসব জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা (প্রয়োজন বোঝানো হয়েছে) নেই সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করে মুনাফা লাভের অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মান হয়েছে চরম খারাপ। বর্তমান সরকার আসার পর বিভিন্ন অনিয়ম দূর করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। তারই অংশ হিসেবে যেসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩ জনেরও কম সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানা গেছে। সূত্রমতে, বর্তমানে এ রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কয়েক শ'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এদের তালিকা তৈরির জন্য ইতোমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে নির্দেশ দিয়েছে বলেও জানা গেছে। কাজও শুরু হয়েছে। অন্যদিকে যেসব কলেজ থেকে গত এইচএসসি পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও তো বাতিল হবেই, যাদের কেবল স্বীকৃতি আছে তাদের স্বীকৃতিও বাতিল করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক হাবিবুর রহমান খান খারাপ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের শাস্তি নেয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন মঙ্গলবার আটটি কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের সুপারিশ করেছি। তাদের এমপিও নেই। এই আটটি কলেজের সবকয়টিই মফস্বল এলাকায় অবস্থিত বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, আমরা কেবল সুপারিশ করি বাস্তবায়ন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম আব্দুল আউয়াল মজুমদারও কিছুদিন আগে বলেছিলেন প্রয়োজনের বাইরে খারাপ করা প্রতিষ্ঠানগুলো থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া উচিত।